দ্বিকল্প ন্যায় (**Dilemma**)

যে ন্যায় এমন যে, ন্যায়টির

প্রথম হেতুবাক্য ঃ একটি সংযৌগিক বাক্য - আর দুটি সংযোগীই প্রাকল্পিক বাক্য,

দ্বিতীয় হেতুবাক্য ঃ একটি বৈকল্পিক বাক্য - প্রথম হেতুবাক্যের অঙ্গ বা অঙ্গ-নিষেধ দিয়ে গঠিত,

সিদ্ধান্ত ঃ অনপেক্ষ বাক্য বা বৈকল্পিক বাক্য - যা প্রথম হেতুবাক্যের সংযোগীগুলির কোন অঙ্গ বা অঙ্গ-নিষেধ, অথবা ঐরূপ বাক্য দিয়ে গঠিত বৈকল্পিক বাক্য, তাকে বলে দ্বিকল্প ন্যায়।

যেমন ঃ

প্রথম হেতুবাক্য ঃ যদি এমন হয় যে তুমি সত্য কথা বল তাহলে কিছু লোক তোমায় ঘৃণা করবে, এবং যদি এমন হয় যে তুমি মিথ্যা কথা বল তাহলে(ও) কিছু লোক তোমায় ঘৃণা করবে,

দ্বিতীয় হেতুবাক্য ঃ তুমি সত্য কথা বল অথবা তুমি মিথ্যা কথা বল;

সিদ্ধান্ত ঃ সুতরাং কিছু লোক তোমায় ঘৃণা করবে।

অথবা আর একটি দৃষ্টান্ত ঃ

প্রথম হেতুবাক্য ঃ যদি তুমি এই রাস্তা দিয়ে যাও তোমায় পাগলা কুকুর কামড়াবে, আর যদি তুমি ঐ রাস্তা দিয়ে যাও তোমায় পাওনাদার বিরক্ত করবে,

দ্বিতীয় হেতুবাক্য ঃ হয় তুমি এই রাস্তা দিয়ে যাবে কিংবা ঐ রাস্তা দিয়ে যাবে;

সিদ্ধান্ত ঃ সুতরাং হয় তোমায় পাগলা কুকুর কামড়াবে অথবা তোমায় পাওনাদার বিরক্ত করবে।

দ্বিকল্প ন্যায়ের বিভিন্ন প্রকার ঃ

যে দ্বিকল্প ন্যায়ের সিদ্ধান্ত অনপেক্ষ বাক্য তাকে বলে সরল দ্বিকল্প ন্যায় (Simple Dilemma)। আর যে দ্বিকল্প ন্যায়ের সিদ্ধান্ত বৈকল্পিক বাক্য তাকে বলে জটিল দ্বিকল্প ন্যায় (Complex Dilemma)। আবার ভিন্ন এক দৃষ্টকোণ থেকে দ্বিকল্প ন্যায়কে অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী এই দুভাগে ভাগ করা হয়।

যে দ্বিকল্প ন্যায়ে প্রথম হেতুবাক্যের পূর্বকল্প দুটি নিয়ে দ্বিতীয় হেতুবাক্য (বৈকল্পিক বাক্য) গঠন করা হয় তাকে বলে অন্বয়ী দ্বিকল্প ন্যায় (Constructive Dilemma)।

আর যে দ্বিকল্প ন্যায়ে প্রথম হেতু বাক্যের অনুকল্প দুটির নিষেধ নিয়ে দ্বিতীয় (বৈকল্পিক) হেতুবাক্যটি গঠন করা হয় তাকে বলে ব্যতিরেকী দ্বিকল্প ন্যায় (Destructive Dilemma)।

এখন সরল দ্বিকল্প ন্যায় অন্বয়ীও হতে পারে, আবার ব্যতিরেকীও হতে পারে। তার অর্থ দ্বিকল্প ন্যায় চার ধরনের হতে পারে ঃ

১) সরল অন্বয়ী (Simple Constructive)
২) সরল ব্যতিরেকী (Simple Destructive)
৩) জটিল অন্বয়ী (Complex Constructive)
৪) জটিল ব্যতিরেকী (Complex Destructive)।

নিম্নে এদের আকারগুলি দেওয়া হল ঃ

১) সরল অন্বয়ী

$$(p \supset q) \,.\, (r \supset q)$$
$$p \vee r$$
$$\therefore q$$

লক্ষণীয়, প্রথম হেতুবাক্যের অনুকল্প দুটি অভিন্ন। এ আকার সরল, কেননা, সিদ্ধান্ত অনপেক্ষ বাক্য; আবার অন্বয়ী, কেননা, প্রথম হেতুবাক্যের পূর্বকল্প নিয়ে দ্বিতীয় হেতুবাক্য গঠন করা হয়েছে।

২) সরল ব্যতিরেকী

$(p \supset q) \,.\, (p \supset r)$

$\sim q \vee \sim r$

$\therefore \sim p$

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় হল, প্রথম হেতুবাক্যের পূর্বকল্প দুটি অভিন্ন। এই আকার সরল, কেননা, সিদ্ধান্ত অনপেক্ষ বাক্য; আবার ব্যতিরেকী, কেননা, প্রথম হেতুবাক্যের অনুকল্পের নিষেধ নিয়ে দ্বিতীয় হেতুবাক্য গঠন করা হয়েছে।

৩) জটিল অন্বয়ী

$(p \supset q) \cdot (r \supset s)$

$p \vee r$

$\therefore q \vee s$

এক্ষেত্রে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রথম হেতুবাক্য দুটি পৃথক পূর্বকল্প, দুটি পৃথক অনুকল্প। এই আকার জটিল, কেননা, সিদ্ধান্ত বৈকল্পিক বাক্য। আবার, এই আকারটি অন্বয়ীও বটে।

৪) জটিল ব্যতিরেকী

$(p \supset q) \,.\, (r \supset s)$
$\sim q \vee \sim s$
$\therefore \sim p \vee \sim r$

এক্ষেত্রেও প্রথম হেতুবাক্যে দুটি পৃথক পূর্বকল্প, দুটি পৃথক অনুকল্প। সিদ্ধান্তটি বৈকল্পিক বাক্য। তাই এই আকারের দ্বিকল্প ন্যায় জটিল। আবার দ্বিতীয় হেতুবাক্য গঠন করা হয়েছে অনুকল্পগুলির নিষেধ নিয়ে, তাই এই আকারের দ্বিকল্প ন্যায় ব্যতিরেকী।

দ্বিকল্প ন্যায়ের দৃষ্টান্ত

১) সরল অন্বয়ী

তুমি এই গরমে ঘরে বসে কাজ করছ ⊃ তুমি গরমে কষ্ট পাবে . তুমি বাইরে রোদে কাজ করছ ⊃ তুমি গরমে কষ্ট পাবে,

তুমি এই গরমে ঘরে বসে কাজ করছ v তুমি বাইরে রোদে কাজ করছ;

সুতরাং তুমি গরমে কষ্ট পাবে।

$(p \supset q) \,.\, (r \supset q)$

$p \vee r$

$\therefore q$

২) সরল ব্যতিরেকী

সে সাধু ⊃ সে সত্যবাদী . সে সাধু ⊃ সে নিরপেক্ষ,
~ সে সত্যবাদী v ~ সে নিরপেক্ষ;
∴ ~ সে সাধু।

$$(p \supset q) \,.\, (p \supset r)$$
$$\sim q \vee \sim r$$
$$\therefore \sim p$$

৩) জটিল অন্বয়ী

বাইবেলের সঙ্গে এই গ্রন্থাগারের বইগুলির সঙ্গতি আছে ⊃ বইগুলি অপ্রয়োজনীয় . বাইবেলের সঙ্গে এই গ্রন্থাগারের বইগুলির অসঙ্গতি আছে ⊃ বইগুলি ক্ষতিকর,

বাইবেলের সঙ্গে এই গ্রন্থাগারের বইগুলির সঙ্গতি আছে v বাইবেলের সঙ্গে এই গ্রন্থাগারের বইগুলির অসঙ্গতি আছে;

∴ এই গ্রন্থাগারের বইগুলি অপ্রয়োজনীয় v বইগুলি ক্ষতিকর।

$(p \supset q) \,.\, (r \supset s)$

$p \vee r$

$\therefore q \vee s$

৪) জটিল ব্যতিরেকী

তুমি বুদ্ধিমান ⊃ তুমি তোমার ভুল বুঝতে পারছ . তুমি চরিত্রবান ⊃ তুমি তোমার ভুল স্বীকার করছ,

~ তুমি তোমার ভুল বুঝতে পারছ v ~ তুমি তোমার ভুল স্বীকার করছ;

∴ তুমি বুদ্ধিমান v তুমি চরিত্রবান।

$(p \supset q) \,.\, (r \supset s)$

$\sim q \vee \sim s$

$\therefore \sim p \vee \sim r$

দ্বিকল্প ন্যায়ের বৈধতা

যে ন্যায়-আকারগুলি উপরে দেখানো হল তার সবকটি বৈধ। কিন্তু এদের বৈধতা দেখানো যাবে কিভাবে ? উত্তরে যুক্তিবিজ্ঞানীগণ বলেন, আমরা জানি, MP(প্রাকল্পিক অন্বয়ী) ও MT (প্রাকল্পিক ব্যতিরেকী) আকারের যুক্তি বৈধ। এখন দেখানো যায় যে,

প্রত্যেকটি অন্বয়ী দ্বিকল্প ন্যায় আসলে দুটি MP-এর যৌগিক রূপ,

প্রত্যেকটি ব্যতিরেকী দ্বিকল্প ন্যায় আসলে দুটি MT-এর যৌগিক রূপ।

এবার আমরা তা দেখে নেব। তবে তার পূর্বে একটা কথা আমাদের জেনে রাখা দরকার। কোন একটি বাক্য দুবার নিয়ে তাদের ‘‘v’’, ‘‘অথবা’’, ‘‘or’’ দিয়ে যুক্ত করে যে বাক্য পাওয়া যায় তা স্পষ্টতই মূল বাক্যের সমার্থক।

তার অর্থ

$(P \vee P) \leftrightarrow P$ (ব v ব) ↔ ব

কজেই আমরা ‘‘P’’ -এর জায়গায় ‘‘P v P’’, ‘‘ব’’ -এর জায়গায় ‘‘ব v ব’’ লিখতে পারি।

এখন আন্বয়ী দ্বিকল্প ন্যায়ের আকারগুলিকে নিম্নোক্তভাবে লেখা যেতে পারে।

সরল অন্বয়ী	জটিল অন্বয়ী
$p \supset q \,.\, r \supset q$	$p \supset q \,.\, r \supset s$
$p \vee r$	$p \vee r$
$\therefore q \vee q$	$\therefore q \vee s$

লক্ষণীয় যে, প্রত্যেকটি যুক্তি-আকার দুটি MP দিয়ে গঠিত। কিন্তু এর কারণ কি ? উত্তর আমরা পরের স্লাইডে পাব।

এরূপ যুক্তির প্রথম হেতুবাক্যে দুটি প্রাকল্পিক বাক্যের সত্যতা দাবি করা হয় (এজন্য প্রথম হেতুবাক্যে থাকে ‘‘and’’)। এখন যদি দাবী করা হত (বা জানা যেত) যে, প্রথম হেতুবাক্যের দুটি পূর্বকল্পই সত্য তাহলে সতন্ত্রভাবে দুটি যুক্তি গঠন করা যেত। কিন্তু বক্তা দাবী করে না (বা জানে না) যে দুটি পূর্বকল্পই সত্য। তবে বক্তার দাবী হল ঃ পূর্বকল্প দুটির অন্তত একটি সত্য (এজন্য দ্বিতীয় হেতুবাক্যে থাকে ‘‘or’’)। বক্তার বক্তব্য হল ঃ এমন হতে পারে, প্রথম পূর্বকল্পটি সত্য (এটি দ্বিতীয় হেতুবাক্যের প্রথম বিকল্প); তাহলে MP বিধি অনুসারে প্রথম অনুকল্পটি সত্য। প্রথম পূর্বকল্পটি যদি সত্য না হয়, তাহলে দ্বিতীয় পূর্বকল্পটি (এটি দ্বিতীয় হেতুবাক্যের দ্বিতীয় বিকল্প) সত্য। আর যদি দ্বিতীয় পূর্বকল্পটি সত্য হয় তাহলে MP বিধি অনুসারে দ্বিতীয় অনুকল্পটি সত্য। সুতরাং চরম সিদ্ধান্ত হল ঃ হয় প্রথম অনুকল্প অথবা দ্বিতীয় অনুকল্প সত্য (এজন্য সিদ্ধান্তে থাকে ‘‘or’’)।

সরল ব্যতিরেকী	জটিল ব্যতিরেকী
$p \supset q \,.\, p \supset r$	$p \supset q \,.\, r \supset s$
$\sim q \vee \sim r$	$\sim q \vee \sim s$
$\therefore \sim p \vee \sim p$	$\therefore \sim p \vee \sim r$

স্পষ্টতই প্রত্যেক ব্যতিরেকী দ্বিকল্প ন্যায়, দুটি দিয়ে গঠিত। বৈধ, সুতরাং উক্তরূপ দ্বিকল্প ন্যায়ও বৈধ।

ওপরে উল্লিখিত বক্তব্য থেকে আমরা সহজে বলতে পারি -

যদি কোন দ্বিকল্প ন্যায়ের

দ্বিতীয় হেতুবাক্য ঃ প্রথম হেতুবাক্যের পূর্বকল্প দিয়ে গঠিত হয়

সিদ্ধান্ত ঃ প্রথম হেতুবাক্যের অনুকল্প দিয়ে গঠিত হয়

তাহলে ন্যায়টি বৈধ।

আবার,

যদি কোন দ্বিকল্প ন্যায়ের

দ্বিতীয় হেতুবাক্য ঃ প্রথম হেতুবাক্যের অনুকল্প-নিষেধ দিয়ে গঠিত হয়

সিদ্ধান্ত ঃ প্রথম হেতুবাক্যের পূর্বকল্প-নিষেধ দিয়ে গঠিত হয়

তাহলে ন্যায়টি বৈধ।

অথবা, দ্বিকল্প ন্যায় অবৈধ। যেমন নিম্নে উল্লিখিত আকারের দ্বিকল্প ন্যায় অবৈধ।

যদি এমন হয় যে প তাহলে ব এবং যদি এমন হয় যে ফ তাহলে ব,

এমন নয় যে প অথবা এমন নয় যে ফ;

সুতরাং এমন নয় যে ব।

এবার একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা দেখব যার হেতুবাক্য সত্য কিন্তু সিদ্ধান্ত মিথ্যা।

যদি এমন হয় যে এ বইর লেখক বিহারী তাহলে এ বইর লেখক ভারতীয়, এবং যদি এমন হয় যে এ বইর লেখক মাদ্রাজী তাহলে এ বইর লেখক ভারতীয়, [সত্য]

এমন নয় যে এ বইর লেখক বিহারী অথবা এমন নয় যে এ বইর লেখক মাদ্রাজী; [সত্য]

সুতরাং এমন নয় যে এ বইর লেখক ভারতীয়। [মিথ্যা]

উক্ত যুক্তির হেতুবাক্য দুটি সত্য, কিন্তু সিদ্ধান্ত মিথ্যা; তাই যুক্তটি অবৈধ। সুতরাং এ যুক্তি যে আকারে সে আকারটি অবৈধ।

দ্বিকল্প ন্যায়ের উভয় সঙ্কট ঃ

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা দ্বিকল্প ন্যায়ের আকারগত দিকটি নিয়ে আলোচনা করলাম। এবার আমরা দেখব এই ন্যায়ের প্রয়োগের দিকটি। সাধারণতঃ বিকল্প ন্যায় ব্যবহার করা হত বা হয় বাদবিতণ্ডায়, তর্কেবিতর্কে, প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে বা অন্ততপক্ষে বেকায়দায় ফেলার হাতিয়ার হিসাবে। এরূপ যুক্তি এমন একটি সিদ্ধান্ত উত্থাপন করে, যা প্রতিপক্ষ মেনে নিতে পারে না, বা প্রতিপক্ষের সামনে এমন দুটি বিকল্প তুলে ধরা, যার কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিকল্প ন্যায়ের এ দিকটি যে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হত সাধারণ ভাষায় তার স্বীকৃতি মেলে। যেমন আমরা বলি ঃ He is in a dilemma।

প্রসঙ্গত দ্বিকল্প ন্যায়ের এই দিকটির কথা ভেবে অনেকে ‘‘dilemma’’-র বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে বলেন ‘‘উভয় সংকট’’ কথাটি। দ্বিকল্প ন্যায়ের এই বৈশিষ্ট্য বোঝাবার জন্য শিং-বাগিয়ে তেড়ে-আসা ষাঁড়ের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়; দ্বিকল্প ন্যায় যেন এরূপ একটি ষাঁড়। এই দৃষ্টান্তের কথা মাথায় রেখেই দ্বিকল্প ন্যায়ের দ্বিতীয় হেতুবাক্যের বিকল্প গুলিকে বলে শিং, অর্থাৎ দ্বিকল্প ন্যায়ের শিং। এরূপ যুক্তির ফলে কেউ কোণঠাসা হলে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয় ঃ He is impaled on the horns of a dilemma.

দ্বিকল্প ন্যায় খণ্ডন ঃ

প্রশ্ন হল, দ্বিকল্প ন্যায়রূপ ষাঁড়কে কাবু করা যাবে কীভাবে ? অর্থাৎ এই যুক্তি খণ্ডন করা যাবে কীভাবে ? এক্ষেত্রে অবৈধতা দেখাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। কেননা, সাধারণতঃ যে সকল দ্বিকল্প ন্যায় প্রয়োগ করে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করা হয়, সে সকল সাধারণতঃ বৈধ আকারের যুক্তি। দ্বিকল্প ন্যায় খণ্ডন করা যায়, যদি দেখানো যায় যে, যুক্তিটির কোন হেতুবাক্য মিথ্যা। কেননা, যে যুক্তির হেতুবাক্য মিথ্যা, সে যুক্তি বৈধ হলেও, তার সম্পর্কে এ দাবী করা যায় না যে, সিদ্ধান্তটি সত্য হবে(আমরা জানি, বৈধ যুক্তির হেতুবাক্য মিথ্যা হলে সিদ্ধান্ত মিথ্যাও হতে পারে, আবার সত্যও হতে পারে)। তাহলে -

দ্বিকল্প ন্যায় খণ্ডন করা যায়, যদি দেখানো যায় যে ঃ
প্রথম হেতুবাক্যটি মিথ্যা, অথবা দ্বিতীয় হেতুবাক্যটি মিথ্যা।

আবার,

দ্বিকল্প ন্যায়-এর আক্রমণ রোখা যায় যদি প্রতিপক্ষের সামনে একটি পাল্টা দ্বিকল্প ন্যায়(counter dilemma) খাড়া করা যায়।

১) প্রথম হেতুবাক্যের মিথ্যাত্ব প্রদর্শন (Taking a dilemma by horn)

শিং-বাগিয়ে-তেড়ে-আসা ষাঁড়ের উপমার কথা ভেবে প্রাচীন যুক্তিবিজ্ঞানীগণ প্রথম হেতুবাক্যের মিথ্যাত্ব প্রদর্শন পদ্ধতির নাম দিয়েছেন শৃঙ্গ প্রগ্রহণ (শিং ধরে কাবু করা - taking a dilemma by horn)। এখানে ‘শৃঙ্গ’ বলতে বুঝতে হবে প্রথম হেতুবাক্যের অন্তর্ভূক্ত প্রাকল্পিক বাক্য। এই হেতুবাক্যে থাকে দুটি প্রাকল্পিক বাক্য, সুতরাং দুটি শিং। মনে রাখতে হবে, কোন প্রাকল্পিক বাক্য যে মিথ্যা, (বা মিথ্যা হতে পারে) তা প্রতিষ্ঠা করতে হলে দেখানো দরকার ঃ পূর্বকল্পটি সত্য কিন্তু অনুকল্পটি মিথ্যা (বা এমন হতে পারে যে - পূর্বকল্পটি সত্য কিন্তু অনুকল্পটি মিথ্যা)।

এক শৃঙ্গ প্রগ্রহণ (Taking a dilemma by one horn) ঃ

কোন দ্বিকল্প ন্যায়ের প্রথম হেতুবাক্যের অন্তর্ভূক্ত একটি প্রাকল্পিক বাক্য যে মিথ্যা তা দেখানোকে বলে একশৃঙ্গ প্রগ্রহণ - এক শিং ধরে কাবু করা (Taking a dilemma by one horn)। এভাবে দ্বিকল্প ন্যায় খন্ডনের একটি দৃষ্টান্ত হল ঃ

তুমি এই গরমে ঘরে বসে কাজ করছ ⊃ তুমি গরমে কষ্ট পাবে . তুমি বাইরে রোদে কাজ করছ ⊃ তুমি গরমে কষ্ট পাবে,

তুমি এই গরমে ঘরে বসে কাজ করছ v তুমি বাইরে রোদে কাজ করছ;

সুতরাং তুমি গরমে কষ্ট পাবে।

এ যুক্তিটি সম্পর্কে বলতে পারি, এর প্রথম প্রাকল্পিকটি (সুতরাং সমগ্র সংযৌগিক বাক্যটি) মিথ্যা; কারণ, আমি গরমে ঘরে বসে কাজ করছি সত্য, কিন্তু আমি কষ্ট পাই না (কেননা গরমে আমার কষ্ট হয় না, বা আমি কাজ করি বাতানুকুল ঘরে)।

উভয় শৃঙ্গ প্রগ্রহণ(Taking a dilemma by both the horns)

কোন দ্বিকল্প ন্যায়ের প্রথম হেতুবাক্যের দুটি প্রাকল্পিকই যে মিথ্যা তা দেখানোকে বলে উভয় শৃঙ্গ প্রগ্রহণ - দুটি শিং ধরে কাবু করা (taking a dilemma by both the horns)। এভাবে দ্বিকল্প ন্যায় খণ্ডনের একটি দৃষ্টান্ত হল ঃ

বাইবেলের সঙ্গে এই গ্রন্থাগারের বইগুলির সঙ্গতি আছে ⊃ বইগুলি অপ্রয়োজনীয় . বাইবেলের সঙ্গে এই গ্রন্থাগারের বইগুলির অসঙ্গতি আছে ⊃ বইগুলি ক্ষতিকর,

বাইবেলের সঙ্গে এই গ্রন্থাগারের বইগুলির সঙ্গতি আছে v বাইবেলের সঙ্গে এই গ্রন্থাগারের বইগুলির অসঙ্গতি আছে;

∴ এই গ্রন্থাগারের বইগুলি অপ্রয়োজনীয় v বইগুলি ক্ষতিকর।

এই যুক্তিটির প্রথম প্রাকল্পিকটি মিথ্যা। কারণ, কোন বইয়ের সঙ্গে বাইবেলের সঙ্গতি থাকলেই বলা যায় না, বইগুলি অপ্রয়োজনীয়; বাইবেলের অনুবাদের সঙ্গে, যে সকল বইতে বাইবেলের ব্যাখ্যা করা হয়, বাইবেলের কথা সহজ করে বলা হয় তাদের সঙ্গে, অবশ্যই বাইবেলের সঙ্গতি আছে, কিন্তু এসকল বইয়ের প্রয়োজন আছে(যারা মূল বাইবেল পড়তে পারে না, তাদের পক্ষে এসকল প্রয়োজন আছে)। আরও দেখাতে পারি যে, দ্বিতীয় প্রাকল্পিকটিও মিথ্যা, কারণ, এমন হতে পারে - কোন কোন বইয়ের সঙ্গে বাইবেলের সঙ্গতি নেই, কিন্তু তা ক্ষতিকর নয়। যেমন - গণিতের বই ক্ষতিকর নয়।

২) দ্বিতীয় হেতুবাক্যের মিথ্যাত্ব প্রদর্শন (Escaping between the horns of a dilemma) ঃ

সাবেকী যুক্তিবিজ্ঞানীগণ দ্বিতীয় হেতুবাক্যের মিথ্যাত্ব প্রদর্শন পদ্ধতির নাম দিয়েছেন ..... - দুই শিংয়ের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে আসা। এখানে শিং মানে দ্বিতীয় হেতুবাক্যের, বৈকল্পিক বাক্যটির, বিকল্প দুটি। আমরা জানি, কোন বৈকল্পিক বাক্য যে মিথ্যা (মিথ্যা হতে পারে) তা প্রতিষ্ঠা করতে হলে আমাদেরকে দেখাতে হবে দুটি বিকল্পই মিথ্যা (বা মিথ্যা হতে পারে)। এখন, যদি বৈকল্পিক বাক্যটি -

p v ~ p　　　　ব v ~ ব

আকারের বাক্য হয় তাহলে তার মিথ্যাত্ব দেখানো যায় না। এই আকারের বাক্য অবশ্যম্ভব সত্য।

কিন্তু বস্তুত অধিকাংশ দ্বিকল্প ন্যায় যুক্তির দ্বিতীয় হেতুবাক্য

P v q　　　　ব v ভ

আকারের বাক্য। এরূপ বাক্য আপতিক। এই জাতীয় বাক্য যে মিথ্যা তা প্রতিষ্ঠা করতে হলে দুটি বিকল্পই মিথ্যা তা আমাদের দেখাতে হবে। আবার যদি এই দাবী করা হয় যে অন্য তৃতীয় বিকল্পও সম্ভব তাহলে দেখানো হয় যে এরূপ বাক্য মিথ্যা হতে পারে। নীচে এই পদ্ধতি প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দেওয়া হল ঃ

পূর্বোক্ত যুক্তি সম্পর্কে বলা যায়, এই যুক্তির দ্বিতীয় হেতুবাক্যটি মিথ্যা। বলতে পারি, এই বাক্যের দুটি বিকল্পই মিথ্যা, বস্তুত বইগুলির সঙ্গে বাইবেলের সঙ্গতি নেই, অসঙ্গতিও নেই (কারণ, বইগুলি যুক্তিবিজ্ঞান ইত্যাদি বই, এই বইগুলির সঙ্গে বাইবেলের সঙ্গতি ও অসঙ্গতির কোন প্রশ্নই নেই)।

৩) প্রতিপক্ষ প্রদর্শন (Rebutting a dilemma by a counter-dilemma) :

আর একভাবে দ্বিকল্পন্যায়রূপ ষাঁড়কে রোখা যায় ঃ আমরা একটি পাল্টা দ্বিকল্প ন্যায় উদ্ভাবন করে আমাদের বিপক্ষকে আক্রমণ করতে পারি। এভাবে পাল্টা দ্বিকল্প ন্যায় উত্থাপন করাকে বলে rebutting a dilemma by a counter-dilemma, প্রতিপক্ষকে দেখানো যে, আক্রমণকারীর দ্বিকল্প ন্যায়ের বা যুক্তির প্রতিপক্ষ যুক্তি আছে।

কোন জটিল অন্বয়ী দ্বিকল্প ন্যায়ের পাল্টা যুক্তি গঠন করা যায় যদি -

মূল যুক্তির প্রথম হেতুবাক্যের প্রত্যেকটি পূর্বকল্পকে অন্য প্রাকল্পিকটির অনুকল্প-নিষেধের সঙ্গে যুক্ত করে দুটি প্রাকল্পিক গঠন করি,

যে প্রাকল্পিক দুটি পাওয়া গেল তাদের নিয়ে একটি সংযৌগিক বাক্য গঠন করি, এবং এই সংযৌগিক বাক্য ও মূল যুক্তির দ্বিতীয় হেতুবাক্যকে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় হেতুবাক্য করে তার থেকে সিদ্ধান্ত নিষ্কাশন করা যায়। যেমন -

মূল দ্বিকল্প ন্যায় ঃ

যদি তুমি বনে যাও তবে তোমায় বাঘে ধরবে এবং যদি তুমি জলে নাম তবে কুমীর ধরবে।

হয় তুমি বনে যাও, নয় তুমি জলে নাম।

সুতরাং তোমায় বাঘে ধরবে, নতুবা তোমায় কুমীরে ধরবে।

প্রতিনিবৃত্ত হলে দ্বিকল্প ন্যায়টির রূপ হল ঃ

যদি আমি বনে যাই, আমায় কুমীর ধরবে না এবং যদি আমি জলে নামি, আমায় বাঘে ধরবে না,

হয় আমি বনে যাই, কিংবা আমি জলে নামি।

সুতরাং হয় আমায় কুমীরে ধরবে না, নয় আমায় বাঘ ধরবে না।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, দ্বিকল্প ন্যায়কে প্রতিনিবৃত্ত করার অর্থ কিন্তু এই নয় যে তাকে অবৈধ প্রমাণ করা। এটা হল বাগ্মিতার দক্ষতার এক চরম উৎকর্ষের দৃষ্টান্ত। আমরা যদি একটু ভাল করে নজর দিই তাহলে দেখতে পাব যে, বিপরীত সিদ্ধান্ত সম্পন্ন একটা পাল্টা দ্বিকল্প ন্যায় তৈরী করা হলেও প্রকৃতপক্ষে নতুন দ্বিকল্প ন্যায়ের সিদ্ধান্তটি মূল দ্বিকল্প ন্যায়ের ঠিক বিপরীত নয়। এই পর্যন্ত আমরা বলতে পারি যে, নতুন দ্বিকল্প ন্যায়ের সিদ্ধান্ত মূল সিদ্ধান্ত থেকে স্বতন্ত্র। উভয় দ্বিকল্প ন্যায়ের সত্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পূর্বে উল্লিখিত দ্বিকল্প ন্যায় ও নতুন দ্বিকল্প ন্যায়টির সিদ্ধান্ত লক্ষ্য করলে বিষয়টি সহজেই বোঝা যাবে। তাই মূল দ্বিকল্প ন্যায়ের সিদ্ধান্তটি খণ্ডন করা হয়েছে, একথা বলা যায় না। আসলে এ হল একই বিষয়ে অন্য দিকে মানুষের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দেওয়া।

এ ব্যপারে আমরা আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখে নিতে পারি :

যদি আমি কাজ করি তাহলে আমি টাকা রোজগার করি, আর যদি আমি অলস থাকি তাহলে আমি আরামে সময় কাটাই।

হয় আমি কাজ করি বা আমি অলস থাকি।

সুতরাং হয় আমি টাকা রোজগার করি বা আমি আরামে সময় কাটাই।

এই ন্যায়টিকে প্রতিনিবৃত্ত করলে হবে :

যদি আমি কাজ করি, আমি আরামে সময় কাটাই না এবং যদি আমি অলস থাকি, আমি টাকা রোজগার করি না।

হয় আমি কাজ করি কিংবা অলস থাকি।

সুতরাং হয় আমি আরামে সময় কাটাই না বা আমি টাকা রোজগার করি না।

মূল দ্বিকল্প ন্যায় এবং নতুন দ্বিকল্প ন্যায়ের সিদ্ধান্ত লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এ হল একই বিষয়কে ভিন্নভাবে দেখার রীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। বিষয়বস্তু সম্পর্কে অনৈক্যের কোন ব্যপার দেখা যাচ্ছে না।

যখন প্রতিনিবৃত্তকারী নতুন দ্বিকল্প ন্যায়ের সিদ্ধান্ত মূল সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকারের কথা ব্যক্ত করে, তখন তার থেকে বোঝা যায় যে, যুক্তিবাক্যগুলিই অসঙ্গতিপূর্ণ এবং উভয় দ্বিকল্প ন্যায়ে যুক্তিবাক্যগুলির মধ্যে যে অসংগতি প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে তাকে প্রকট করে তোলে।

এরকম কোন একটি দ্বিকল্প ন্যায়কে আমরা সংক্ষেপক প্রতীকের মাধ্যমে দেখে নিতে পারি :

$(C \supset U).(D \supset P)$,

$C \vee D$;

$\therefore U \vee P$.

এই যুক্তির প্রতিনিবৃত্তকারী পাল্টা যুক্তির সাংকেতিক রূপটি হল :

$(C \supset \sim P).(D \supset \sim U)$,

$C \vee D$;

$\therefore \sim P \vee \sim U$.

লক্ষণীয় বিষয় হল মূল যুক্তির সিদ্ধান্ত আর পাল্টা যুক্তির সিদ্ধান্ত পরস্পর বিরুদ্ধ নয়। যদি এমনও হয় যে, পাল্টা যুক্তির সিদ্ধান্ত সত্য তাহলেও প্রমাণ হয় না যে মূল যুক্তির সিদ্ধান্ত মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে দুটি যুক্তির সিদ্ধান্তই সত্য হতে পারে। যেমন :

$U \vee P$

$\sim P \vee \sim U$

এ দুটি বাক্যই সত্য হবে, যদি এমন হয় যে : ‘U’ সত্য ‘P’ মিথ্যা। এবার আমরা দেখে নেব কেন এমন হয়।

‘U’ সত্য $\therefore$ ‘$U \vee P$’ - সত্য
‘P’ মিথ্যা $\therefore$ ‘$\sim P$’ - সত্য
$\therefore$ ‘$\sim P \vee \sim U$’ - সত্য

তাহলে আমরা দেখতে পেলাম, প্রতিপক্ষ প্রদর্শন পদ্ধতি প্রয়োগ করে মূল দ্বিকল্প ন্যায় যুক্তি খণ্ডন করা যায় না, এর সিদ্ধান্তের মিথ্যাত্ব দেখানো যায় না। তবু আমরা পাল্টা দ্বিকল্প ন্যায় গঠন করি, কারণ মূল যুক্তির আক্রমণ রোখা এবং এমন দাবী করা যে মূল যুক্তিটি যে অপ্রীতিকর বিকল্প তুলে ধরে তার কোনটিই গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য নই। এমন দাবী করা যায়, আমি যদি বিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করতে না পারি, বিপক্ষও আমার পাল্টা যুক্ত খণ্ডন করতে পারবে না।

আর একটি দৃষ্টান্ত ঃ

কথিত আছে প্রাচীন এথেন্স নগরের কোন এক মাতা তার পুত্রকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখার জন্য এ যুক্তিটি প্রয়োগ করেন :

> যদি এমন হয় যে তুমি ন্যায় কাজ করবে তাহলে (অনেক) মানুষ তোমায় ঘৃণা করবে,
> এবং যদি এমন হয় যে তুমি অন্যায় কাজ করবে তাহলে দেবতারা তোমায় ঘৃণা করবে,
> তুমি ন্যায় কাজ করবে অথবা অন্যায় কাজ করবে;
> সুতরাং (অনেক) মানুষ তোমায় ঘৃণা করবে অথবা দেবতারা তোমায় ঘৃণা করবে।

মায়ের উক্ত যুক্তির উত্তরে ছেলে যে পাল্টা যুক্তি উত্থাপন করেছিল তা হল :

> যদি এমন হয় যে আমি ন্যায় কাজ করব তাহলে দেবতারা আমায় ভালবাসবে, এবং যদি এমন হয় যে আমি অন্যায় কাজ করব তাহলে (অনেক) মানুষ আমায় ভালবাসবে,
>
> আমি ন্যায় কাজ করব অথবা আমি অন্যায় কাজ করব;
>
> সুতরাং দেবতারা আমায় ভালবাসবে অথবা (অনেক) মানুষ আমায় ভালবাসবে।

এ ব্যপারে আমরা আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখে নিতে পারি :

যদি আমি কাজ করি তাহলে আমি টাকা রোজগার করি, আর যদি আমি অলস থাকি তাহলে আমি আরামে সময় কাটাই।

$C \supset U \; . \; D \supset P$

হয় আমি কাজ করি বা আমি অলস থাকি।

$C \vee D$

সুতরাং হয় আমি টাকা রোজগার করি বা আমি আরামে সময় কাটাই।

$U \vee P$

এই ন্যায়টিকে প্রতিনিবৃত্ত করলে হবে :

যদি আমি কাজ করি তাহলে আমি আরামে সময় কাটাই না এবং যদি আমি অলস থাকি তাহলে আমি টাকা রোজগার করি না।

$C \supset \sim P \; . \; D \supset \sim U$

হয় আমি কাজ করি কিংবা অলস থাকি।

$C \vee D$

সুতরাং হয় আমি আরামে সময় কাটাই না বা আমি টাকা রোজগার করি না।

$\sim P \vee \sim U$

$(C \supset U). (D \supset P),$
$C \vee D;$
$\therefore U \vee P.$

এই যুক্তির প্রতিনিবৃত্তকারী পাল্টা যুক্তির সাংকেতিক রূপটি হল :

$(C \supset \sim P) . (D \supset \sim U),$
$C \vee D;$
$\therefore \sim P \vee \sim U.$

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ